মেহেরপুরে হাম-রুবেলা টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন

দেশব্যাপী হামের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে মেহেরপুরেও একই দিনে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।

জেলার বিভিন্ন টিকাকেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হচ্ছে। জেলায় ৫৫ হাজার ৫২৩ জন শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা দেওয়া হবে।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। তিনি টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডা. একেএম সাইদ হোসেন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, হাম একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ, যা শিশুদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। তাই প্রতিটি শিশুকে টিকার আওতায় আনা এখন সময়ের দাবি। সরকার এ বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। অভিভাবকদের উচিত নির্ধারিত সময়ে শিশুদের টিকা নিশ্চিত করা। এ টিকাদান কর্মসূচি আজ থেকে ৩ মে পর্যন্ত চলবে।

পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং পুলিশের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই টিকাদান কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশাবাদী। এটি শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সিভিল সার্জন ডা. একেএম সাইদ হোসেন বলেন, আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মেহেরপুর জেলায় বিপুল সংখ্যক শিশুকে এই টিকার আওতায় আনা হবে। কোনো শিশু যেন এই কর্মসূচি থেকে বাদ না পড়ে, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ নজর রাখছি। এই টিকা নিরাপদ এবং শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর।

মুজিবনগরে হাম-রুবেলা নিয়ন্ত্রণে টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

মুজিবনগর উপজেলায় হাম-রুবেলা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টায় ভবেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের টিকা প্রদান ও টিকা কার্ড বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে সারাদেশের ন্যায় মুজিবনগর উপজেলায়ও ২০ এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত (ছুটির দিন ও নিয়মিত ইপিআই টিকাদান দিবস ব্যতীত) বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হবে।

মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৮,২২১ জন শিশুকে এই ক্যাম্পেইনের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে প্রি-প্রাইমারি পর্যায়ের ১,৮৮৯ জন এবং কমিউনিটি পর্যায়ের ৬,৩২২ জন শিশু রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল শিশুকে টিকা প্রদান করা হবে।

মেহেরপুরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একজন ছাত্রীকে টিকা প্রদানের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে এ ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মুনির, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রোমানা হেলালী জুশি, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম এবং মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর জেলায় ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী ১ লাখ ৬৮ হাজার ২৯৭ জন শিশুকে টিকা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৮০ হাজার ১৪৫ জন, গাংনী উপজেলায় ৪৭ হাজার ৯৪৩ জন, মুজিবনগর উপজেলায় ২৬ হাজার ৯৩৮ জন এবং মেহেরপুর পৌরসভায় ১৩ হাজার ২৭১ জন।

তবে এখন পর্যন্ত জেলায় মোট ৭১ হাজার ১৬৯ জন শিশুর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ২৭ হাজার ৭২৫ জন, গাংনী উপজেলায় ২৮ হাজার ৭৪৫ জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৮ হাজার ৯৭৫ জন।

মুজিবনগরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

মুজিবনগরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে দারিয়াপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একজন ছাত্রীকে টিকা প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন করিম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স এবং দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা. আওলিয়া খাতুন।

ক্যাম্পেইন উপলক্ষে মুজিবনগরে স্কুল পর্যায়ে ৮৮টি টিকা কেন্দ্রে ১৬,২৭৮ জন ছাত্রছাত্রী টিকা গ্রহণ করবে। কমিউনিটি টিকাদান কেন্দ্র ৯৬টি, মোট টিকা গ্রহণকারী সংখ্যা ২৫,৩৪৫ জন, মোট টিকা কেন্দ্র, ১৮৪টি, মোট টিকা গ্রহণকারী শিশু সংখ্যা ৪১,৬২৩ জন।

মেহেরপুর জেলায় ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ২৯৭ জন শিশুর টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা ৮০,১৪৫ জন, গাংনী উপজেলা ৪৭,৯৪৩ জন, মুজিবনগর উপজেলা ২৬,৯৩৮ জন ও মেহেরপুর পৌরসভায় ১৩,২৭১ জন।

তবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে মোট ৭১,১৬৯ জনের। এর মধ্যে সদর উপজেলা ২৭,৭২৫ জন, গাংনী উপজেলা ২৮,৭৪৫ জন, মুজিবনগর উপজেলা ৮,৯৭৫ জন।

মেহেরপুরে শিশু-কিশোর টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদান কর্মশালা

মেহেরপুরে শিশু, কিশোর ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫ উপলক্ষে জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও জেলা তথ্য অফিসের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের উপপরিচালক তারেক মোহাম্মদ, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, জেলা তথ্য অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক একেএম সিরাজুম মুনির।

ইউনিসেফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় দিনব্যাপী কর্মশালায় জেলায় কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ১২ অক্টোবর শুরু হবে দেশব্যাপী টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি। ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুকে দেওয়া হবে এক ডোজ টিকা। মেহেরপুরে ১ লাখ ৬৭ হাজার শিশুকে এই টিকার আওতায় আনা হবে। এতে টাইফয়েডের ঝুঁকি কমবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এছাড়াও, টিকাদানের মাধ্যমে টাইফয়েড প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শিশু-কিশোরদের টাইফয়েড টিকাদানে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান সাংবাদিক, শিক্ষক, ইমাম, রাজনীতিবিদসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ।